সমকাল

তারিখ 19 MAY 2014
পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের কাণ্ড

ভর্তি জালিয়াতির টাকা আদায়ে ঢাবি ছাত্রকে অপহরণ

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ভর্তি জালিয়াতির টাকা আদায়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে অপহরণ করে ১৬ ঘণ্টা আটকে রেখেছেন ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী। মঙ্গলবার রাতে চানখারপুল এলাকা থেকে অপহরণের পর বুধবার বিকেলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ও ছাত্রলীগ সূত্র জানিয়েছে, ২০১৩-১৪ সেশনের ভর্তি পরীক্ষায় এসএমএসের মাধ্যমে উত্তরপত্র জালিয়াতি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি বিভাগে ভর্তি হন এবি মাহমুদুল হাসান। তাকে তিন লাখ টাকা চুক্তিতে জালিয়াতির ব্যবস্থা করে দেন ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক সোহেল রানা, ছাত্রলীগকর্মী কামরুলসহ কয়েকজন। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী টাকা পরিশোধ করেননি মাহমুদুল এবং জালিয়াত চক্রটির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেননি। এ কারণে মঙ্গলবার রাতে সামনে পেয়েই তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় সোহেলসহ কয়েকজন।

মাহমুদুল হাসান জানান, মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে চানখারপুলের আফতাব হোটেলে খেতে গেলে তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায় সোহেল ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। এরপর তাকে আটকে রাখা হয় ঢাকা কলেজের আন্তর্জাতিক হলের ৩১৬ নম্বর কক্ষে। বুধবার বিকেল ৪টার দিকে সেখান থেকে ছাড়া পান তিনি। মাহমুদুল বলেন, ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা তাকে টাকার জন্য অপহরণ করেছে এবং হুমকি-ধমকি দিয়েছে। ভর্তি জালিয়াতির টাকার বিষয়টি অস্বীকার করেন তিনি।

ঢাবি ছাত্রকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয় অস্বীকার না করলেও সোহেল সাংবাদিকদের বলেছেন, 'সামনে ঢাকা কলেজে কমিটি দেবে। সংবাদ প্রকাশিত হলে আমার রাজনীতি শেষ হয়ে যাবে।'

ঘটনার বিষয়ে শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক সাহেব আলী বলেন, মাহমুদকে চানখারপুল এলাকা থেকে ঢাকা কলেজে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের কাজ করছেন তারা।

অন্যদিকে অপহরণের ১৬ ঘণ্টা পর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ছাড়া পেলেও বুধবার রাত পর্যন্ত তার কিছুই জানতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এএম আমজাদ। বুধবার রাতে তিনি সাংবাদিকদের কাছেই প্রথম শোনেন। তিনি বলেন, 'আমি এ বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি।'